194

তারিখ ... MAR 16 2000 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

এসএসসি পরীক্ষা শেষ, গণনকলে এবার মোট বহিষ্কৃত ২৮ হাজার

মানস ঘোষ : ব্যাপকহারে নকল ও গণটোকাটুকির মধ্যে দিয়ে সারা দেশে গতকাল বুধবার শেষ হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা। অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে এ বছর বহিষ্কৃত হয়েছে প্রায় ২৮ হাজার পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা কেন্দ্রে বহিরাগত ও পুলিশের সংঘর্ষে ম্যাজিস্ট্রেট-শিক্ষকসহ ৫ শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে। এ ছাড়াও নকলে সহায়তা করায় শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছেন ৬৯ জন। কর্তৃপক্ষের নজিরবিহীন অব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বহীনতায় এ বছর পরীক্ষা চলাকালে আটজন প্রাণ হারায়। এর মধ্যে পরীক্ষার প্রথম দিনে ২ মার্চ সাতক্ষীরার কলারোয়া কেন্দ্রে দুজন পরীক্ষার্থীসহ সাতজনের মৃত্যু ছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় সারা দেশে ৩০টি কেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, নকল প্রতিরোধে ৫ শিক্ষা বোর্ডের বিশেষ উদ্যোগ এবার কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। বরং মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকলের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। একই সঙ্গে বিগত কয়েক বছর ধরে নকলের দায়ে বহিষ্কৃতদের সংখ্যাও বাড়ছে। তবে বোর্ড কর্মকর্তারা এমন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, নকল প্রতিরোধে তাদের কঠোরতার কারণেই চলতি বছর বহিষ্কৃতদের সংখ্যা বেড়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় মোট বহিষ্কৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২০ হাজার ৮৪৬ জন।

জানা গেছে, বিশেষ এবং ঝটিকা পরিদর্শক দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেও বোর্ডগুলো এবার নকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারেনি মূলত নিরাপত্তাহীনতার কারণে। ঢাকা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, এর কারণ নকল সরবরাহকারী ও বহিরাগতদের মারমুখী আচরণ। যার ফলে কেন্দ্রগুলোতে পরিদর্শকদের নীরব থাকতে হয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লা এবং যশোর বোর্ডের বেশ কিছু কেন্দ্রে পরিদর্শকদের পরীক্ষার হলেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

সূত্রমতে, অন্যান্য বছরের মতো এবারও গ্রামের স্কুলগুলোতেই নকল হয়েছে বেশি। ব্যাপক হারে নকল হওয়া স্কুলগুলোর সবগুলোই বেসরকারি। কোনো কোনো সরকারি স্কুলে নকল হলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। বোর্ড কর্মকর্তারা তাই আগামীতে কেন্দ্র নির্বাচনের ব্যাপারে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন।

ঢাকা বোর্ড এ বছর ১১টি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ছাড়াও আরো ৪টি কেন্দ্রের বিরুদ্ধেও পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে বোর্ডের কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা গেছে।

যশোর বোর্ড বাতিল করবে ৭টি কেন্দ্র। এর মধ্যে ৬টি কেন্দ্রই কুষ্টিয়া জেলার। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এ বি এম সাত্তার ভোরের কাগজ-এর সঙ্গে গতরাতে টেলিফোনে আলাপকালে জানিয়েছেন তার বোর্ডে কুষ্টিয়া জেলা ছাড়া সর্বত্রই শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, নিয়ম অনুযায়ী কুষ্টিয়ার কেন্দ্রগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করার কথা থাকলেও অবকাঠামোগত অসুবিধার কারণে তা সম্ভব হয়নি।

যশোর বোর্ডে বাতিলের সিদ্ধান্ত হওয়া অপর কেন্দ্রটি হলো সাতক্ষীরার কলারোয়া। ইংরেজি ১ম পত্রের পরীক্ষা শুরুর আগে কেন্দ্রের কলাপসিবল গেট খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুড়োপাড়ায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘটনায় নিহত যুগিখালি হাই স্কুলের শিক্ষিকা ফজিলা খাতুনের পরিবারকে ১ লাখ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ছাড়া কুমিল্লা বোর্ডের চৌয়াড়া পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহ না করায় কলেজ পিয়ন আনিসুর রহমানকে বহিরাগতদের ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিতে হয়েছে।

রাজশাহী বোর্ডে এবার নকল হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এ বোর্ডে বহিষ্কৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১ হাজারেরও বেশি। নকলে সহায়তার দায়ে শিক্ষক বহিষ্কৃতও হয়েছেন সর্বোচ্চ ৩০ জন। সেই সঙ্গে বহিষ্কার করা হয়েছে দুজন কর্মচারীকে। এ বোর্ডের অধীনে শাহজাদপুর কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম গুরুতর আহত হয়েছেন।

এ বছর প্রশ্নপত্রে ধরন কিছুটা পাল্টানো হলেও পরীক্ষার হলে নকলের প্রবণতা কমেনি বরং বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে বহিষ্কৃতের সংখ্যা। এ বছর ৫ বোর্ডের মোট বহিষ্কৃতের সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার। এর মধ্যে ইংরেজি-বাংলা ১ম ও ২য় পত্রে প্রথম দিনের এই চার পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয়েছে মোট ১৪ হাজার ৯২২ জন।

ঢাকা বোর্ডের কন্ট্রোল রুম জানিয়েছে সবগুলো পরীক্ষায় তাদের বহিষ্কৃত ছাত্রছাত্রী হচ্ছে ৫ হাজার ৩০০। এ সময় কর্তব্যে অবহেলার দায়ে ১০ জন শিক্ষক ও দুজন কর্মচারীকে তুলে নেওয়া হয়। বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, পরবর্তী সময়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কুমিল্লা বোর্ডে ৪ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী ও ১১ জন শিক্ষক, যশোর বোর্ডে সাড়ে ৩ হাজার ছাত্রছাত্রী ও আটজন শিক্ষক এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রছাত্রী বহিষ্কৃত হয়েছে। নকল প্রতিরোধে সবগুলো বোর্ডকেই স্পর্শকাতর বেশ কিছু কেন্দ্রে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হয়।